# গণভোট আইন, ১৯৯১

( 1991 সনের ২৫ নং আইন )

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনার অথবা ৮, ৪৮, ৫৬, ৫৮, ৮০, ৯২ক বা ১৪২ অনুচ্ছেদ সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়া কোন বিল উক্ত সংবিধানের ১৪২(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদে গৃহীত হইবার পর উহাতে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করিবেন কি করিবেন না এই প্রশ্নটি যাচাইয়ের জন্য গণভোটের বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।**

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনার অথবা ৮, ৪৮, ৫৬, ৫৮, ৮০, ৯২ক বা ১৪২ অনুচ্ছেদ সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়া কোন বিল উক্ত সংবিধানের ১৪২(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদে গৃহীত হইবার পর উহাতে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করিবেন কি করিবেন না এই প্রশ্নটি যাচাইয়ের জন্য সংবিধানের ১৪২(১ক) অনুচেছদ মোতাবেক গণভোটের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

**সংক্ষিপ্ত শিরোনামা**

১। এই আইন গণভোট আইন, ১৯৯১ নামে অভিহিত হইবে।

**সংজ্ঞা**

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “কমিশন” অর্থ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নির্বাচন কমিশন;

(খ) “গণ-ভোট” অর্থ এই আইনের অধীন অনুষ্ঠিতব্য গণ-ভোট;

(গ) “প্রিজাইডিং অফিসার” অর্থ ধারা ৬ এর অধীন নিয়োগকৃত কোন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালনকারী কোন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) “পোলিং অফিসার” অর্থ ধারা ৬ এর অধীন নিয়োগকৃত কোন পোলিং অফিসার;

(ঙ) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(চ) “ভোটার তালিকা” অর্থ Electoral Rolls Ordinance, 1982 (LXI of 1982) এর অধীন প্রস্তুতকৃত বা প্রস্তুতকৃত বলিয়া গণ্য কোন ভোটার তালিকা;

(ছ) “ভোটার” অর্থ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি;

(জ) "রিটার্নিং অফিসার" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন নিয়োগকৃত রিটার্নিং অফিসার;

(ঝ) "সহকারী রিটার্নিং অফিসার" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন নিয়োগকৃত কোন সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

**কমিশন কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারী**

৩। সংবিধানের ১৪২(১ক) অনুচ্ছেদ মোতাবেক গণভোট অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে কমিশন সরকারী গেজেটে একটি প্রজ্ঞাপন জারী করিয়া গণভোটের তারিখ নির্ধারণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত তারিখ এমনভাবে নির্ধারণ করা হইবে যাহাতে উক্ত প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ হইতে ৪০ দিনের মধ্যে গণভোট অনুষ্ঠান করা যায়।

**রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ**

৪। (১) গণভোট অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কমিশন একজন রিটার্নিং অফিসার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিবে এবং তাহাদের প্রত্যেকের অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(২) প্রত্যেক সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের জন্য তাহার অধিক্ষেত্রের এলাকায় এক বা একাধিক সহায়তাকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবেন।

**ভোটকেন্দ্র**

৫। (১) প্রত্যেক সহকারী রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, তাঁহার অধিক্ষেত্রের এলাকায় গণভোট গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থা করিবে।

(২) প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পৃথক পৃথক ভোটকক্ষের ব্যবস্থা থাকিবে।

(৩) সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নহে এইরূপ স্থানকে ভোটকেন্দ্র হিসাবে নির্ধারণ করা যাইবে না।

**প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ**

৬। (১) সহকারী রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য একজন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার এই আইন অনুযায়ী ভোট গ্রহণ কার্য পরিচালনা করিবেন এবং ভোটকেন্দ্রের শৃংখলা বজায় রাখার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং তাঁহার মতে ভোট গ্রহণে নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ ঘটনা সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারকে অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসারের কর্তব্য পালনে তাঁহাকে সহায়তা প্রদান করা প্রত্যেক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারের কর্তব্য হইবে।

(৪) সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসারের সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন যে সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইবে বা প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক তাহার উপর অর্পণ করা হইবে।

(৫) অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রিজাইডিং অফিসার যদি ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত না থাকেন বা তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্য হইতে একজনকে প্রিজাইডিং অফিসারের স্থলে কাজ করার ক্ষমতা অর্পণ করিবেন।

(৬) ভোট গ্রহণ চলাকালীন যে কোন সময় সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, যে কোন প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসারকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত অফিসারের দায়িত্ব পালনের জন্য তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

**ভোটার এবং ভোটার তালিকা**

৭। (১) যে সমস্ত ব্যক্তির নাম আপাততঃ বলবত্ ভোটার তালিকায় রহিয়াছে তাঁহারা গণভোটে ভোটদানের অধিকারী হইবেন।

(২) সহকারী রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারকে উক্ত কেন্দ্রে ভোটদানের অধিকারী ভোটারগণের নাম সম্বলিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটার তালিকা সরবরাহ করিবেন।

**ভোট গ্রহণের সময়**

৮। রিটার্নিং অফিসার, কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, ভোট গ্রহণের সময় নির্ধারণ করিবেন এবং উক্তরূপ নির্ধারিত সময় সম্পর্কে একটি গণ-বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন।

**মুলতবী ভোটগ্রহণ**

৯। (১) যদি প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে ভোটগ্রহণ বাধাগ্রস্ত বা ব্যাহত হয়, তাহা হইলে তিনি ভোট গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিবেন এবং তত্সম্পর্কে সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(২) যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে সহকারী রিটার্নিং অফিসার অনতিবিলম্বে তত্সংক্রান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে কমিশনের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অন্যান্য ভোটকেন্দ্রের ফলাফল দ্বারা গণভোটের ফলাফল

নির্ধারণ করা যায় না, তাহা হইলে কমিশন উক্ত ভোটকেন্দ্রে পুনরায় ভোট গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কমিশন কোন ভোটকেন্দ্রে পুনরায় ভোট গ্রহণের নির্দেশ দিলে, সহকারী রিটার্নিং অফিসার যথাশীঘ্র সম্ভব ভোট গ্রহণের তারিখ, স্থান ও সময় নির্ধারণ করিয়া একটি গণ-বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন গৃহীতব্য ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সকল ভোটারকে ভোট প্রদান করিতে দেওয়া হইবে এবং উপ-ধারা (১) এর অধীন ভোট গ্রহণের সময় প্রদত্ত কোন ভোট গণনা করা হইবে না।

**গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ**

১০। এই আইনের অধীন গণভোট গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইবে এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ব্যালটের মাধ্যমে প্রত্যেক ভোটার ভোটদান করিবেন।

**ব্যালট বাক্স**

১১। (১) সহকারী রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট বাক্স সরবরাহ করিবেন।

(২) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত, নির্ধারিত এবং সরবরাহকৃত ব্যালট বাক্স ভোট গ্রহণের জন্য ব্যবহার করিতে হইবে।

(৩) ভোট গ্রহণকালে কোন ভোটকক্ষে একই সময়ে একাধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাইবে না।

(৪) ভোটগ্রহণ শুরু করার জন্য নির্ধারিত সময়ের অন্যূন অর্ধ ঘণ্টা পূর্বে প্রিজাইডিং অফিসার-

(ক) নিশ্চয়তা বিধান করিবেন যে, ব্যবহৃতব্য ব্যালট বাক্সটি সম্পূর্ণ শূন্য;

(খ) শূন্য ব্যালট বাক্সটি গালার সাহায্যে সীল করিবেন;

(গ) ভোটারগণ যাহাতে সহজভাবে ভোটদান করিতে পারেন সেইভাবে ভোটকেন্দ্রে সকলের দৃষ্টিসীমার মধ্যে ব্যালট বাক্সটি স্থাপন করিবেন।

(৫) একটি ব্যালট বাক্স ভরিয়া গেলে অথবা উহা আর ব্যবহার করা না গেলে প্রিজাইডিং অফিসার সেই ব্যালট বাক্সটি গালার দ্বারা সীল করিয়া নিরাপদ স্থানে রাখিবেন এবং অন্য একটি ব্যালট বাক্স উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত প্রণালী অনুযায়ী ব্যবহার করিবার জন্য স্থাপন করিবেন।

**ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ**

১২। প্রিজাইডিং অফিসার, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, একই সময়ে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিবে এমন ভোটারগণের

সংখ্যা নির্ধারণ করিবেন এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য সকল ব্যক্তিকে ভোটকেন্দ্র হইতে সরাইয়া দিবেন-

(ক) ভোটগ্রহণের কাজে দায়িত্বরত যে কোন ব্যক্তি;

(খ) ভোটারদের সনাক্তকরণের কাজে সহায়তাদানের দায়িত্ব পালনরত কোন ব্যক্তি; এবং

(গ) কমিশন কর্তৃক সাধারণভাবে বা নির্দিষ্টভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি।

**ভোটকেন্দ্রের শৃংখলা রক্ষা**

১৩। (১) কোন ব্যক্তি কোন ভোটকেন্দ্রে অসদাচরণ করিলে অথবা প্রিজাইডিং অফিসারের আইনানুগ কোন আদেশ পালনে ব্যর্থ হইলে, প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি তাহাকে ভোটকেন্দ্র হইতে অবিলম্বে অপসারণ করিতে পারিবেন এবং এইরূপে অপসারিত ব্যক্তি প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতি ব্যতীত ভোটকেন্দ্রে পুনরায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(২) উক্তরূপে অপসারিত ব্যক্তি ভোটকেন্দে যদি কোন অপরাধ করেন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেইরূপে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেইরূপে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করা যাইবে না যাহাতে ভোটদানের অধিকারী কোন ভোটার উক্ত ভোটকেন্দ্রে বা অন্য কোন ভোটকেন্দ্রে ভোটদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন।

**ভোটদান পদ্ধতি**

১৪। (১) কোন ভোটার ভোট প্রদানের জন্য ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হইলে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটদাতার পরিচিতি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইবার পর তাহাকে একটি ব্যালট পেপার এবং একটি সীলমোহর প্রদান করিবেন।

(২) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার এবং সীলমোহর প্রদানের পূর্বে-

(ক) ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ তাহার ক্রমিক নম্বর এবং নাম ধরিয়া ডাকিতে হইবে;

(খ) তাহার হাতের বৃদ্ধাংগুলি বা অন্য কোন আংগুলের উপর অমোচনীয় কালির একটি চিহ্ন প্রদান করিতে হইবে;

(গ) তাহাকে ব্যালট পেপার প্রদান করা হইয়াছে বুঝাইবার জন্য ভোটার তালিকায় তাহার নামের বিপরীতে একটি টিক চিহ্ন ( )দিতে হইবে;

(ঘ) ব্যালট পেপারের উল্টো পিঠে সরকারী চিহ্ন সম্বলিত সীলমোহর দিতে হইবে এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে উহাতে অনুস্বাক্ষর করিতে হইবে।